

ইরাক ও আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি

দিগন্ত বড়ুয়া

কয়দিন আগে হঠাৎ টিভি চ্যানেলগুলো ঘুরিয়ে দেখতে গিয়ে এস বি এস এ দেখলাম এক ডকুমেন্টারী। বিষয় ইরাক। পুরোটা দেখা হয়নি, শেষের দিকটাই দেখলাম। তাও প্রায় ঘন্টাখানেক। যা দেখানো হলো, সাদ্দামের দীর্ঘ শাসনামলের কীর্তি। মহান কাজগুলো। যে গুলো আমরা সচরাচর দেখে, জেনেও পাস কাটিয়ে যাই। এইগুলো বিজ্ঞ গুনী লেখকরা কেন লেখেন না ঠিক বুঝলাম না। এই বিষয়ে যদি একটাও লেখা দেখতাম মনকে সামান্য হলেও সান্তনা দিতে পারতাম। সাদ্দামের এহেন মহৎ কর্মগুলো বিভিন্ন বিদেশী কাগজে অনেক পড়েছি, কিন্তু টিভিতে দেখে ভাবলাম একটু লেখা দরকার।

যাহা যাহা দেখলাম তা খুব সংক্ষেপে লিখতে চাই। ইরাকের কোন মানুষ সাদ্দামের পাঁচটি সমর্থন করেনা ব্যাস, তাকে শুরু করা হয় প্রাথমিক নির্যাতন, কোন মানুষ সাদ্দামকে পছন্দ করে না? শুরু হলো তার মৃত্যুর সময়। নানা ভাবে নানা কৌশলে তাকে আটকানো হয়, মুখ বেঁধে মানুষ আসে এই লোককে নিয়ে যেতে, পরে আর কোন খবর নাই তার। শত শত পরিবারের ইন্টারভিউ কেউ ভাই কেউ বাবা কেউ ছেলে কেউ অতি প্রিয় মানুষকে কি ভাবে হারিয়েছেন তার বিবরণ জানালো। এক যুবককে বলতে দেখলাম ১০ বছর আগে তার তখন ১৩ বছর। একদিন সন্ধ্যায় কাজ করছে বাড়ীর বাইরে। তার বাড়ীর পাশেই বিশাল মরুভূমি। সেই ছেলেটি সে দিন হঠাৎ দেখলো ৮টি মিলিটারী ট্রাক মাঝখানে, আগে ৩টি জিপ, পেছনে ৪/৫ টি জিপ একদল আর্মী সহ মরুভূমির দিকে চলে যাচ্ছে। সে ভাবলো হয়তো আর্মী বা পুলিশের কোন ট্রেনিং হবে এই মরুভূমিতে। তাই ট্রাকের দিকে তাকালো। দেখলো একদল সাধারণ মানুষ গিজ গিজ করে আছে ট্রাকে। বালির উপর দিয়ে গাড়ী খুব আশ্বে চলছিল, কারন সেখানে কোন পথ ছিল না। সেই যুবকটির কথা অনুসারে, ট্রাকে ছিল ১২/১৪ বছর বয়সী বালক থেকে ৬০/৭০ বছরের বৃদ্ধ পর্যন্ত। গাড়ী গুলো মরুর দিকে যেতে যেতে অদৃশ্য হয়ে গেল। বালকটির ইচ্ছা ছিল পুলিশ/আর্মির মহরা দেখবে। কিন্তু দেখা হলো না। বালকটি বাড়ী ফিরে গেলো, রাত তখন প্রায় ১০/১১। হঠাৎ শুনতে পায় বিকট শব্দ। তার বাবাকে বলেছিল কথাটা। তার বাবা তাকে বললো যেন আর কাউকে না বলে সে কি দেখেছে। রাতে বিকট শব্দ শুনে বালক ও তার পরিবার চুপ অনেঙ্কন ধরে। সকালে উঠে সেই বালক মরুরদিকে অনেক হেটে দেখলো কিছুই নাই। কেউই নাই। সে এই ভাবে মাঝে মাঝে দেখতো কিছু আর্মি ট্রাক লোক নিয়ে যায়, তার পর তারা কি করতো সে আর জানতো না। রাতে শুধু বিকট শব্দ শুনতো। আজ দশ বছর পর সেই বালক এখন যুবক, এখন সে খুজে পেয়েছে সেদিন এই লোকগুলোকে কি করা হয়েছিল, যখন সে দেখলো বালি সরিয়ে মানুষের হাড় গোড় বের করতে। হাজার হাজার মানুষের কঙ্কাল। যখন সে দেখলো একটি সেডেল যা ৫ থেকে ১০ বছরের কোন শিশুর। এরকম ডজন ডজন গন কবর বের হচ্ছে ইরাকের মরুভূমির মাঝে। আর একজনকে দেখলাম তার বয়স যখন ২৮ তখন সে সাদ্দামের বিরুদ্ধে বলেছিল কোন এক রাজনৈতিক কারনে। ব্যাস, মধ্যবিত্ত পরিবারের এই যুবকে ধরার জন্য সাদ্দাম লোক লাগালো। রাতবিরেতে, দিনে দুপুরে তার বাড়ীতে খুজতে আসে তাকে। তার কোথাও যাবার যায়গা ছিল না, পালাতে চাইলে পথিমধ্যে ধরা পরার ভয়ে কোথাও গেলো না, বাড়ীর কোন এক কামড়ার নিচে গর্ত খুড়ে কাটিয়ে দিল তার জীবনের ২০টি বছর। শুধু টয়লেটে যাবার জন্য সে গর্ত থেকে উঠতো, তার গত ২০ বছরের সঙ্গীছিল একটি রেডিও ও একটি কোরান। এখন সে ৪৮ বছরের মধ্য বয়সী। বিয়ে করা হয়নি। হাজার হাজার মহিলার কান্না, অভিযোগ, কারো বাবা, কারো স্বামী, কারো ভাইকে সাদ্দাম বাহীনি ধরে নিয়ে গেছে ৫ বছর আগে ১০ বছর আগে ১২ বছর আগে। আর কোন হৃদিস নাই তাদের।

জেলখানায় নির্ধাতন করে মেরে ফেলা হতো মানুষকে। তার শত শত সাক্ষী ক্যামেরাকে দেখিয়েছে কোথায় কি করে মানুষগুলোকে মারা হতো। মরুভূমির গন কবরের পাশে হাজার হাজার মানুষের কান্না, হারানো স্বজনের পুরানো পোশাক বুকো চেপে ধরে আহাজারি, যদি শেষ বারের মতো প্রিয় মানুষটির একবার হাড় দেখতে পান, যদি কাপড় দেখে একটি বার চিনতে পারেন এই আশায়। কুর্দদের কথা নাইবা বললাম। এটা আরো মর্মান্তিক কাহীনি। সময় পেলে শুধু কুর্দদের উপর অত্যাচারের কথা লিখবো। শত শত পরিবারের কথা - কেন মাটি খুঁড়ে গর্ত বানিয়ে তারা বসবাস করছে? কারন হিসেবে বলেছিল অর্থের অভাব, কাজ নাই, বাড়ী কেনার মতো অর্থ নাই, সামর্থ্য নাই। অতচ সাদ্দামের প্রমোদ জাহাজটির এবং তার সুরা মদের দাম ও ছিল কয়েকশত কোটি টাকা। আরো অনেক অনেক কথা। আরো লক্ষ রকমের অত্যাচার ইরাকী জনগনের উপর। যারা সাদ্দামের বন্দনা করতো তাদের জন্য ছিল স্বর্ণ যুগ আর যারা করতো না তাদের জন্য অপেক্ষা করতো মৃত্যু। যুগের পর যুগ জেলের অন্ধকার।

যে কারনেই হোক না কেনো, আমি ঘৃণা করি যুদ্ধ, আমি ঝিক্কার জানাই অত্যাচারিকে। আমেরিকা যেকোন অজুহাতে যুদ্ধটা করুক না কেন এই যুদ্ধটার প্রয়োজন ছিল। নয়তো সাদ্দাম আরো কতো কোটি ইরাকী জনগন যে হত্যা করতো তার কোন হিসাব থাকতো না। এখন এই যুদ্ধে মাত্র ১২ হাজার ইরাকী জনগন নিহত হওয়ায় আমাদের চোখে আমেরিকা আগ্রাসী। কিন্তু সাদ্দামের বিগত দশক দশক জুড়ে হত্যার কথা কেন বলছি না আমরা? ইরাকের মানুষের এখন আর সাদ্দাম ভয় নাই, ইরাকের মানুষের এখন আর গুপ্ত হত্যার ভয় নাই, সাদ্দাম বাহীনি ধরে নিয়ে জেইলে পুরে রাখার ভয় আর নাই। অথচ আমরা শুধু আমেরিকার বদনাম করে যাচ্ছি, গালাগাল করছি, আমরা কেমন সভ্য ও শিক্ষিত আমার খুব সংশয়। আমরা কি সত্য কথা বলছি নাকি শুধু যত দোষ নন্দ ঘোষ করছি? আমরা আমেরিকার বিষোধগার করার পাশাপাশি সাদ্দামের বর্বরতার কথা বলছি না কেন? কেমন মানের শিক্ষিত আমরা- যে মাঝখানে দাড়িয়ে উভয়ের দোষ গুন বিচার করতে পারছি না? কেন এত সাদ্দাম বন্দনা? যে তার নিজের জাতীকে দলে দলে ধরে নিয়ে গিয়ে খুন করে। কেউ হয়তো বলবেন আমি আমেরিকার পক্ষ হয়ে কথা বলছি না। আমি কারো পক্ষ কথা বলছি না। সাধারণ মানুষ হত্যা আমিও চাই না। পছন্দ করি না। আমার ও মন কাদে ইরাকের নিহত সাধারণ জনগনের জন্য। তাদের তো কোন দোষ ছিল না। সাদ্দামের ভয়ে প্রতিক্ষন ভীত মানুষ গুলো এখন মুক্ত। যতকিছুই হোক ইরাক একদিন নির্ভরশীল হবে, কোন ভুল নাই কথাটায়। শুধু সময়ের প্রয়োজন।

তবে বর্তমান ইরাকের সমস্যার জন্য তাদের নিজেদের কিছু ধর্ম ব্যবসায়ী রাজনীতিবিদই দায়ী। এই মুহুর্তে যদি ইরাকের শিক্ষিত মেধাজীবী মানুষ গুলো জাতীয় নেতৃত্বে বের হয়ে আসার সুযোগ পায় তবে ইরাকের সমৃদ্ধি স্বল্প দিনে সম্ভব বলে মনে করি। কেউ যদি বলেন, আমেরিকা কি ইরাকের শিক্ষিত জনগনের কাছে ক্ষমতা দিতে চাইবে এত তারাতারি? এখানে বলতে হয় অবশ্যি দিতে হবে। প্রয়োজন হবে ইরাকী জনগনের সমর্থন শিক্ষিত জনগনের প্রতি। একজন ইরাকী বিজ্ঞান পড়া, বানিজ্য পড়া নাগরিক যত শিঘ্রই বুঝবে শিল্পনীতি, শিক্ষা নীতি সেখানে একজন ধর্ম ব্যবসায়ী তার কি বুঝবে? এককথায় এই মুহুর্তে ইরাকের মানুষের দরকার তাদের শিক্ষিত জনগনকে সামনের লাইনে এনে দাড় করানো তাদের উন্নতির জন্য। যাক, আমার এত কথায় কাজ নেই, ইরাকী জনগন বুঝবে তারা কি চায়।

বাংলাদেশের প্রতিটা প্রধান দৈনিক কাগজের লেখাগুলো তে এখনো কম বেশী সাদ্দাম বন্দনা। তার পাশাপাশি কিছু ওয়েব বেইজড কাগজেও একই বন্দনা প্রায়ই দেখি। কথা গুলো এরকম, ইরাকে মানবতার উপর আঘাত হেনেছে, সাধারণ মানুষ খুন হয়েছে, এতটুকুর পরে শুরু সাদ্দাম বন্দনা। আমিও ব্যক্তিগত ভাবে ঘৃণা করি মানবতার উপর আঘাত। কোন সুস্থ মানুষ সহ্য করতে পারেনা

অমানবিক কাজ , নিদোষ প্রান হানি। কিন্তু একজন বিবেক বান মানুষ হিসেবে সাদ্দাম ও কি কি করেছে তার ও হিসেব নিকাশ বের করা দরকার বলে মনে করি । তাদেরকে বলবো সত্যিকারের শিক্ষিত মানুষের আচরন করুন । কার কত দোষ খুজে বের করে তারপর বিচার করুন , তারপর লিখুন। লেখার আচরন গুলো মনে হয় যেন চার দেয়ালের মাঝে আটকা পরে পৃথিবীর আলো বাতীর থেকে বিচ্ছিন্ন কোন জগতের বাসিন্দার প্রলাপ। মানুষকে কতক্ষন ধোকা দেয়া যায় ? মানুষ একদিন খুজে পায় সত্য। সত্য লুকিয়ে রাখা যায় না । একপেশে হয়ে হয়তো ভ্রাতৃত্ব প্রেমে মত্ত হয়ে আছেন বুঝতে পারি, কিন্তু আপনার ভাই কতটুকু সৎ তা ভেবে দেখুন, খুজে বের করুন । সাধারণ মানুষকে একটা মিথ্যার জালে কতক্ষন আটকে রাখবেন ? মানুষ একদিন সেই জাল ছিড়বে । তখন ঘৃনা করবে আপনাদের । আমেরিকার পাশাপাশি আপনাদের পূজ্যপদ অতিমানব সাদ্দামের মহান খুনির আচরন ও লিখে সাধারণ জনগনকে জানান । এতে প্রকৃত মানুষের গুন ও শিক্ষার কথা ভেবে উঠবে আপনাদের। শেষ কথায় বলবো, আপনারা যারা সাদ্দাম পূজারী তাদেরকে বলছি, আপনার নিজের দেশে এরকম কোন সাদ্দাম হলে সহ্য করতে পারবেন? মেনে নেবেন ?

সমালোচনা না করলে প্রকৃত শুদ্ধতা বেছে বের করা যায় না । দোষ গুন বিচার করতে পারাটাই শিক্ষিত মানুষের মহত্বের ও শিক্ষার প্রকাশ । এতে সাধারণ সমাজ উপকৃত হয়, কোন জাতীর উন্নত চরিত্র গঠন হয় । তবে সমালোচনাটা চাই গঠনমূলক। আমেরিকার অর্থ আছে , শক্তি আছে, বিজ্ঞান আছে, ইচ্ছামতো সবকিছু করতে পারে। মহাজন বাড়ীর চারপাশের গরীব জনগন শোষিত হয় মহাজন দ্বারা, এই কথা জনালগ্ন থেকে সত্যি । কিন্তু গরীব জনগন মহাজনের সাথে কি টেকাদিয়ে পারে কখনো? নাকি ইতিহাসে কোথাও আছে যে পেরেছে ? এই মহাজনী উৎখাত করতে চাই প্রকৃত মেধার ব্যবহার ও তার সুযোগ সৃষ্টি । কলিকালের মহাজন উৎখাত করা সহজ নয়। তাই মহাজনের সাথে খিস্তি খেউর না করে নিজেকে বাচিয়ে সার্থ উদ্ধার করে নেয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। মহাজনের চারপাশের গরীব জনগন যখন আত্মনির্ভরশীল হবে তখন খুব সাধারণ ভাবে মহাজনী বিলুপ্ত হতে বাধ্য । আর তাই বুদ্ধিবৃত্তিয় শ্রেণী যদি তাদের প্রকৃত মেধা ও শিক্ষার সৃষ্ট ব্যবহার করে কোন জাতীকে দিক নির্দেশনা দেয় সেই জাতী দাড়াতে বাধ্য। উদাহরন দেখতে চাইলে থাইল্যান্ড, লাওস, কম্বোডিয়া, চিন গিয়ে দেখে আসুন । মহাজন কে বাবু তুমি মহাজন করে করে নিজেদের সার্থ আদায় করেনিছে খুব দ্রুত গতিতে । আর কয়দিন পরে তারা মহাজনের পাশের সিটে বসে পা নাড়াবে, আর আমরা দেখবো। এবং নব্য মহাজনদের দেশে আমরা দলবেধে লেবারী করতে যাবো। যদিও যাওয়া শুরু হয়েগেছে দশ বছর আগে থেকে। তারা কি আমাদের ছেয়ে খুব বেশী উন্নত ছিল ? মোটেও না। তাদের মেধা ও বুদ্ধির সৎ ব্যবহার হয়েছিল, হচ্ছে তাই পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটে চলছে সামনের দিকে । আরো একটা কথা বলা যায় । পুরানো দিনের মহাজন আজকের দিনে নাই। কারন, মানুষ মহাজনের বিরুদ্ধে না গিয়ে তার নিজের সার্থ আদায় করে নিয়েছে, তাই মহাজনী ও বিলুপ্ত হয়েগিয়েছে। কেউ যুদ্ধ করেনি স্বাভাবিক নিয়মে হয়েগেছে বিলুপ্তি । অত্যাচারের জবাব অত্যাচার দিয়ে ক্ষনিকের জন্য আত্মপ্রাসাধ লাভ করা যায় , দীর্ঘ মেয়াদী হয়না। অত্যাচারের জবাব বুদ্ধিবৃত্তি বা মৈত্রী দিয়ে দিলে চিরস্থায়ী হয় ।

উপসংহারে বলবো, যেখানেই লিখুন , দেশের প্রধান কাগজ বা ইন্টারনেট বেইজড কাগজ, যে কোন গন মাধ্যম হোক না কেন , লেখকদেরকে অনুরোধ করবো এমন কিছু লিখুন যাতে আমরা কিছু শিখতে পারি, এই শিক্ষা কাজে লাগিয়ে যেন আমরা কিছু করতে পারি। প্লিজ কারো পিট চুলকানি কি করে দিতে হয় সে শিক্ষা আমাদেরকে শেখাবেন না , কেউকে খোঁচা কি করে দিতে হয় সে শিক্ষা আমাদেরকে দেবেন না। আমাদেরকে গঠন মূলক শিক্ষা দিন।

নিজেদের মহৎ বুদ্ধির পসরা সাজাতে গিয়ে দেশের মানুষ যেন ভাতের অভাবে না মরে। কারন আপনাদের আছে বুদ্ধি , যে কোন ভাবে খেয়ে বেচে থাকতে পারবেন , কিন্তু অশিক্ষিত অর্ধ শিক্ষিত গরীব জনগন খেটে খায় , তাদের কাজ যেন বন্ধ করার যোগার না করেন আপনাদের অপার বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে । সেই আশাই করি ।

অথবা সত্যিকার মেধার ব্যবহারে নিজেদের গরীব অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত শিক্ষিত মানুষের জন্য কিছু কাজের সৃষ্টি করার জন্য মহাজনের আস্থা তৈরী করুন । কিংবা বিজ্ঞবুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে বিভেদ তৈরী করে চেয়ারে বসে না থেকে দেশের সাধারণ মানুষের জন্য কিছু কাজ খুজে বের করুন । খেটে খাওয়া বাংগালী আপনাদেরকে সারা জীবন মনে রাখবে।

আমাদেরকে আরো অনেক দিন বেচে থাকতে হবে। আমরা আগামীদিনে খেতে না পেয়ে আপনাদেরকে যেন গালি না দেই সেই ভাবে চিন্তাটা মাথায় রাখবেন। সব কিছুর সমালোচনা হোক, প্রতি আলোচনা হোক, তার পাশাপাশি নতুন কিছু শিক্ষা ও যেন বের হয় আমাদের জন্য । পড়ালেখা করে যেন জ্ঞানশূন্য মুখে পরিনত না হই।

প্রার্থনাকরি বাংলা মায়ের কাছে যেন সত্যিকারের শিক্ষিত কিছু আলোক প্রাপ্ত সন্তান জন্ম নেয় । যাদের আলোতে আমরা আগামী দিনে সৎ ও সুন্দর পথ দেখে চলতে পারি ।

সবাইকে ধন্যবাদ

digonto_b@hotmail.com